দৈনিক
ইনকিলাব

12 DEC 2005
9

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী মাদ্রাসা প্রাক মূল্যায়ন সমীক্ষা পর্যালোচনা

সরকার দেশের সকল নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সমপর্যায়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির পর এবং অষ্টম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষার এক মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের যে প্রাক মূল্যায়ন সমীক্ষা/মূল্যায়ন পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করেছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু পরীক্ষা নেয়ার পদ্ধতি গঠিত কমিটি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসার ক্ষেত্রে অবলম্বিত নীতির কারণে তা সরকারের সাথে দূরত্ব সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যা মাদ্রাসা পড়ুয়াদের মাঝে ক্ষোভের সঞ্চার করবে বলে বিজ্ঞ মহল মনে করছেন। এই পরীক্ষার পদ্ধতিতে মাদ্রাসার প্রতি যে অবজ্ঞা ও বৈষম্য দেখানো হয়েছে তা মাদ্রাসার ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের দারুণ হতাশ করেছে। ১০০ নম্বরের উক্ত পরীক্ষা দু'টিতে সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসার জন্যও ধর্ম বিষয়ের প্রতিস্থান সত্যিই হাস্যকর কারণ মাদ্রাসায় ধর্ম বিষয় পড়ানো হয় না। আরবী মাধ্যমে ধর্ম পড়ানো হয়। ব্যাকরণ দ্বারা আরবীও শেখানো হয়। কোরআন-হাদীসের ব্যুৎপত্তি অর্জনের জ্ঞানও দেয়া হয়। অথচ প্রাক মূল্যায়ন সমীক্ষা ও মূল্যায়ন পরীক্ষার বাংলা, ইংরেজী, গণিতের জন্য ২০ নম্বর করে ৬০ নম্বর। পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞানের জন্য ১৫ নম্বর করে ৩০ নম্বর এবং আরবীসহ (ধর্ম) সব বিষয়ের জন্য রাখা হয়েছে মাত্র ১০ নম্বর। কোন যুক্তির মাপকাঠিতে আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ধরনের বৈষম্য নীতি মাদ্রাসার ওপর চাপিয়ে দিল তা সংশ্লিষ্টরাই বলতে পারেন। দেশের মাদ্রাসাসমূহের যাবতীয় পরীক্ষা তথা গোটা কার্যক্রম বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। মাদ্রাসা বোর্ডের আঞ্চলিক কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য দেশের ৮টি বিভাগে মাদ্রাসা বোর্ডের ৮টি আঞ্চলিক অফিস অতি সম্প্রতি (২০০২ ইং) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল মূল্যায়ন ও প্রাক মূল্যায়ন সমীক্ষা সংক্রান্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে দেশের একমাত্র মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের কোন সংশ্লিষ্টতা রাখা হয়নি। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড জানেও না যে মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ ও ৮ম শ্রেণীতে জেলা পর্যায়ে মাদ্রাসাগুলোতে জেলা প্রশাসক ও জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা পর্যায়ের মাদ্রাসাগুলোতে উপজেলা কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে উপরোক্তভাবে একটি প্রাক মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তেমনিভাবে মাদ্রাসা বোর্ডের আঞ্চলিক অফিসসমূহের কর্মকর্তাগণও এ সম্পর্কে অবগত নন। মাদ্রাসা পড় য়ারা হতাশাগ্রস্ত হয়েছে দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় একই বৈষম্য দেখে। যেমন বিগত ২০০৫ সালে মাদরাসা বোর্ডের পরীক্ষার পূর্বে জেলা প্রশাসক কর্তৃক আয়োজিত সমন্বয় সভায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ করা হলেও মাদরাসার আঞ্চলিক কার্যালয়ের কোন কর্মকর্তাকে ইতিপূর্বে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এমনকি নিয়ন্ত্রণ তালিকায়ও তাদের কোন নাম নেই। প্রাক মূল্যায়ন পরীক্ষায় মাদরাসা পড় য়াদের পাঠ্যক্রম ও মৌলিক বিষয়গুলোকে পাশ কাটিয়ে চরম বৈষম্যনীতি এবং অযৌক্তিক নম্বর বণ্টন পদ্ধতিকে অনেকে মাদরাসাসমূহকে দূর অতীতের ন্যায় 'নিউ স্কীম' মাদরাসায় পরিণত করে পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত করে দিয়ে একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংকেত হিসেবেই গণ্য করছেন। স্কুলে ইতোমধ্যে একমুখী শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। মাদরাসাসমূহকেও এই একমুখী পদ্ধতি দ্বারা স্কুলে পরিণত করার তৎপরতা কিনা, এ প্রশ্ন মুখ্য হয়ে উঠেছে। বর্তমান সরকার মাদরাসা শিক্ষা আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের কথা বারবার বলে থাকলেও তারা যে মাদরাসা শিক্ষার প্রতি আন্তরিক নয় এটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, মাদরাসার প্রতি বৈষম্য দূর করে এবং পরীক্ষা পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন আনলে মূল্যায়ন পরীক্ষা জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আমাদের দেশে সরকারীভাবে এসএসসি ও দাখিল পাস করে গেজেটেড শিক্ষিত হয়ে থাকে। যার ফলে দেশে-বিদেশে শিক্ষিত হিসাবে শ্রম বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশে ৮ম শ্রেণী পাসকৃতদের সরকার চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ ও মর্যাদা দিলেও ৮ম শ্রেণীর মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারী কোন স্বীকৃতি 'সনদ' না থাকায় এক বিশাল অংকের ছাত্র/ছাত্রী দেশের শিক্ষিতের হারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারছে না এবং সরকারী কর্মপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রাক মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে ৮ম শ্রেণীর সরকারী স্বীকৃতি তথা সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা করলে এসএসসি ও দাখিলে অকৃতকার্যরাসহ ৮ম শ্রেণী পাস এক বিশাল জনগোষ্ঠী শিক্ষিত কর্মজীবী হিসেবে নিয়োগ লাভের সুযোগ পেত। এতে করে দেশে শিক্ষিতের গাণিতিক হারও বৃদ্ধি পেত। শিক্ষা দরদী সচেতন মহল মনে করেন যেহেতু দেশে দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ও স্বীকৃত। প্রাক মূল্যায়ন সমীক্ষা/পরীক্ষায় শুধুমাত্র এক ধারা তথা স্কুল পড় য়াদের মত মাদরাসা পড় য়াদেরও সম্পৃক্ততায় স্কুলের নিয়মে সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হলে মাধ্যমিক স্তরের স্কুল পড় য়াদের গুণগত মানই যাচাই হবে মাদরাসা পড় য়াদের হবে না। অথচ জাতীয় জীবনে স্কুল পড় য়ারা যে অবদান রাখছে মাদরাসা পড় য়ারা কিন্তু তার থেকে কোন অংশে পিছিয়ে নেই। স্কুল পড় য়ারা শুধুমাত্র জেনারেল শিক্ষার সাথে মাত্র ১০০ মার্কের ধর্ম শিক্ষা অর্জন করছে। যার জন্য তাদের কর্মজীবন শুধুমাত্র জেনারেল লাইনে সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে। মাদরাসা পড় য়াদের বেলায় তা নয়। তারা ঈদগাহ মসজিদে যেমন প্রথমসারির আগের কাতারের ইমাম-খতীবের আসন অলংকৃত করতে পারেন তেমনি বৈষয়িক কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এর কারণ হচ্ছে মাদরাসা পড় য়া আরবী (ধর্ম) শিক্ষার ৫০০ মার্কের পাশাপাশি জেনারেল শিক্ষার ৫০০ মার্কের দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে দেশে-বিদেশে ব্যাপক অবদান রাখছে। প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি না হলে কর্তৃপক্ষ আন্তরিকতার সাথে মাদরাসা পড় য়াদের প্রতি যত্নবান হলে, তারা জেনারেল আধুনিক শিক্ষিতদের মত অবদান রাখতে পারে। দেশের শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করতে সর্বোপরি দেশের মান উজ্জ্বল করতে বর্তমানে প্রচলিত দ্বিমুখী শিক্ষানীতি বিলুপ্ত করে এক ধারার ব্যবস্থা চালুকরণ দেশবাসী কখনো মেনে নেবে না। কেননা মাদরাসা পড় য়ারা জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কম অবদান রাখেনি। আর দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে মাদরাসা শিক্ষার বিকল্প নেই। ২ অক্টোবর গৃহীত মূল্যায়ন সমীক্ষায় সরকারের 'মূর্তি' প্রতিভাত হলেও 'ভাব'টা অনুপস্থিত এবং গৃহীত মূল্যায়ন পরীক্ষা অবমূল্যায়নে পর্যবসিত।

কাযী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী